20 JAN 2019

মো. সহিদুজ্জামান ▷

উচ্চশিক্ষায় বিদেশি শিক্ষার্থী

একসময় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্য অল্প পরিমাণে হলেও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সার্ক স্কলারশিপ নিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। তাই বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে বিশ্বরিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত আসনসহ বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে

সানজানা ও রাহুল আমার দুই নেপালি মাস্টার্স স্টুডেন্ট। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ভেটেরিনারিতে অনার্স শেষ করে আমার বিভাগে অধ্যয়নরত। পড়াশোনা দ্রুত শেষ করে দেশে ফিরে ভেটেরিনারি পেশায় চাকরি করতে চায় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট ১১ জন বিদেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন অনুষদে লেখাপড়া করছে। তাদের মধ্যে একজন শ্রীলঙ্কান, একজন আফ্রিকান এবং বাকি সবাই নেপালি। নেপালিরাই সবচেয়ে বেশি পড়তে আসে এ দেশে।

একসময় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে জাপান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইরান, কোরিয়া, ভারত, চীন থেকে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী পড়তে আসত। বিদেশি শিক্ষার্থীর পদচারণে মুখরিত থাকত এসব বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশিদের জন্য ছিল আলাদা হল ও ডরমিটরি। দিন গড়িয়ে কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে সেই ঐতিহ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক সহিংসতা, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের আশঙ্কা বিদেশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহে ভাটার সৃষ্টি করেছে। ভিসাসংক্রান্ত জটিলতা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ফাইলের গতি বাড়াতে কথিত স্পিডমানির প্রবণতা—এসব শিক্ষার্থীদের বিমুখ করছে। এ ছাড়া রয়েছে বাড়তি কিছু ঝামেলা; যেমন সব শিক্ষা সনদ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করা, যা আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের করতে হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেকর্ডের কোনো দলিল না থাকলে শুধু রঙিন কাগজকে আসল ভেবে ফটোকপিতে সত্যায়িত করার নিয়ম বেঁধে দিয়ে প্রার্থীদের হয়রানি কতটুকু যৌক্তিক, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাবার অনুরোধ জানাচ্ছি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হল বা ডরমিটরি দেশীয় ছাত্র ও শিক্ষক দ্বারা দখল হয়ে যাওয়ায় আপ বাড়িয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনীহা থাকতে পারে। যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও ভর্তি ও ভিসাসংক্রান্ত জটিলতা না কাটলে দিন দিন ভালো শিক্ষার্থী আসা কমে যাবে।

ইউজিসির ২০১৫ সালের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ৫৯৩ জন বিদেশি শিক্ষার্থী দেশের ১৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এ সংখ্যা আগের বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা কমবেশি হলেও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির হার খুবই কম। বর্তমানে দেশে দুই হাজারেরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী থাকলেও বেশির ভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। এ সংখ্যা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বর্ণযুগের সময়কার তুলনায় অনেক কম।

বাইরে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস ভর্তির ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। ভিসার জন্য ভর্তির কাগজপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাংলাদেশে অবস্থিত ওসব দেশের দূতাবাসে বা কনস্যুলার অফিসে আবেদন করতে হয়। এ ছাড়া পিএইচডি, পোস্টডক্টরেট বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন প্রগ্রামে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বা প্রফেসরের আমন্ত্রণপত্র বা অফার লেটার দিয়ে সরাসরি দূতাবাসে ভিসার আবেদন করা যায়। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এখন গ্লোবাল ভিলেজে একটি ছোট মাল্টিকালচারাল বা বহুজাতিক সংস্কৃতির শিক্ষা ক্ষেত্রও বলা হয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন বর্ণের ও সংস্কৃতির পোশাক-আশাক পরিহিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পদচারণে মুখরিত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের জায়গা নয়। এটি একটি দেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধির জায়গা। এটি বহির্বিশ্বে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দেশের টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার জায়গা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশকে বিকশিত করার জায়গা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবলে চলবে না, এটি একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গন, বহুজাতিক শিক্ষার্থীর মিলনমেলা। এখানে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আদর্শ, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা অর্জন করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিদেশি শিক্ষার্থীর পরিমাণ একটি অন্যতম উপাদান। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আকৃষ্ট করতে হবে।

সেকেলে সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগোপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। নতুন নতুন কোর্স চালু করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস থাকবে, যারা বিদেশি শিক্ষার্থীদের সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বিদেশি ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার ফল বা সনদ প্রাপ্তির সময়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। ভর্তিপ্রক্রিয়া সহজ ও সাশ্রয়ী করতে অন্যান্য দেশের মতোই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা বাদ দিয়ে সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক আবাসিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, টিউটর বা স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার রাখতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিনোদনের সুযোগ রাখতে হবে। বিদেশের বাংলাদেশি দূতাবাস বা হাইকমিশনে ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর বিষয়ভিত্তিক ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যসংবলিত লিফলেট, সহায়ক গাইড ও প্রকাশনা বা বুলেটিন ছাপিয়ে তা সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি, কোর্স ও বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য, আবাসিক সুবিধা, জীবনযাত্রার মান বা খরচ, খাবার, ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করতে হবে। সম্ভব হলে গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে বিষয় ও দেশ ভিত্তিক অনলাইন প্রচারণা করা যেতে পারে।

একসময় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্য অল্প পরিমাণে হলেও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সার্ক স্কলারশিপ নিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। তাই বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত আসনসহ বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে, যাতে তাদের প্রদত্ত বৃত্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, যা ভারত, চীনসহ বিশ্বের অনেক দেশেই আছে। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অধিদপ্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উন্নত কর্মপরিকল্পনা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তিপ্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার জন্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে দেশে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে পছন্দের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে পারবে এবং ভর্তির ফল জানতে পারবে। বিদেশিদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রা সহজ করতে বাংলা ভাষা শিখতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আপ্যায়নাই করে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগসূত্র ধরে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি ও প্রচারক হিসেবে এসব বিদেশি গ্র্যাজুয়েট জীবনভর কাজ করবে।

লেখক : অধ্যাপক, প্যারাসাইটোলজি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
szaman@bau.edu.bd